ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

উন্নয়ন ও প্রকাশনা
বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার (বিডিপিসি)

সহযোগিতা
ইউনাইটেড নেশনস সেন্টার ফর রিজিওন্যাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএনসিআরডি)
সুইস এজেন্সী ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেশন (এসডিসি)

রচনা
মলয় চাকী

সম্পাদনা
মুহাম্মদ সাইদুর রহমান
দিলরুবা হায়দার

উপদেষ্টা
ইয়কো সাইতো

উন্নয়ন সহযোগিতা
সারেকা জাহান
আবুল ফজল মোঃ সাদেকিন
হামিদুল হক
হারুনুর রশীদ
জাকিয়া আকতার

অলংকরণ
বিপ্লব দত্ত

লেআউট ও গ্রাফিক্স ডিজাইন
মানিক সরকার

প্রকাশকাল
জুলাই ২০১০

উন্নয়ন ও প্রকাশনা
বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার (বিডিপিসি)

সহযোগিতা
ইউনাইটেড নেশনস সেন্টার ফর রিজিওন্যাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএনসিআরডি)
সুইস এজেন্সী ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেশন (এসডিসি)

সুচিপত্র

মুখবন্ধ	৪
প্রেক্ষাপট	৫
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৬
ব্যবহারকারী ও ব্যবহারের ক্ষেত্র	৬
নির্দেশিকার বিষয়বস্তু	৬
নির্দেশিকা প্রণয়ন প্রক্রিয়া	৭
ব্যবহারকারীর জন্য নির্দেশনা	৮
অধ্যায় ১ : বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিপদাপন্নতা	১০
অধ্যায় ২ : ঘূর্ণিঝড় ঝুঁকিহ্রাসে আশ্রয়কেন্দ্র ও আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব	১২
অধ্যায় ৩ : বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর অবস্থা	১৪
অধ্যায় ৪ : ঘূর্ণিঝড় চলাকালে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের সমস্যা	১৬
অধ্যায় ৫ : ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের বিপদাপন্নতা	১৮
অধ্যায় ৬ : ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র কমিটি গঠন ও গঠন প্রক্রিয়া	২০
অধ্যায় ৭ : আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠনতন্ত্র	২২
অধ্যায় ৮ : ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বে ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয়	২৪
অধ্যায় ৯ : ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ঘূর্ণিঝড় চলাকালে ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয়	৩৪
অধ্যায় ১০ : ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তীতে করণীয়	৪০
অধ্যায় ১১ : সরকার অনুমোদিত নতুন ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ সংকেত	৩১
অধ্যায় ১২ : প্রয়োজনীয় জরুরী সামগ্রী ও উপকরণ	৪৩
অধ্যায় ১৩ : উপসংহার	৪৫

মুখবন্ধ

সুন্দরবন থেকে টেকনাফ পর্যন্ত প্রায় ৭১০ কিলোমিটার বিস্তৃত বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল । উষ্ণ অঞ্চলে অবস্থান এবং দেশের দক্ষিণাংশ ফানেল আকৃতির হওয়ায় ভৌগোলিক কারণেই বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের জন্য ঝুঁকিপ্রবণ । ১৯টি জেলা নিয়ে গঠিত বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৫ ভাগ মানুষ বসবাস করে । উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী এই ব্যাপক জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষের জীবন ও সম্পদ সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের জন্য বিপদাপন্ন । বিগত ৫০ বছরে বাংলাদেশ প্রায় ২০টি ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশে আঘাত করেছে । সাম্প্রতি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ভয়াবহতা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ কখনই প্রতিরোধ করা যায় না । তবে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি কমানো যায় । কিন্তু দুর্বল আর্থসামাজিক অবস্থার কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় তাদের বাড়িঘর মজবুত করে তৈরি করতে পারে না । আবার ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে ঝুঁকিপ্রবণ এলাকার মানুষের জীবন রক্ষায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের মত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বাংলাদেশের নেই ।

বর্তমানে বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার, যার অধিকাংশই ১৯৯১ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের পর দাতা দেশগুলোর সহযোগিতায় নির্মাণ করা হয় । সাম্প্রতিক এক গবেষনায় দেখা গিয়েছে যে, প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এই সব আশ্রয়কেন্দ্রের প্রায় ১০ ভাগ ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে । অন্যান্য আশ্রয়কেন্দ্রগুলো রক্ষণাবেক্ষণে ও পরিচালনায় এখনই যদি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হয় তবে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে । লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে নির্মাণ করা এই সব আশ্রয়কেন্দ্রগুলো অল্প সময়ের মধ্যে ব্যবহারের অনুপযোগী হওয়ার প্রধান কারণগুলো হচ্ছে- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণের অভাব এবং আশ্রয়কেন্দ্রগুলো রক্ষণাবেক্ষণে সঠিক দিক নির্দেশনার অভাব ।

বাস্তব এই প্রেক্ষাপটে, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণে কার্যকর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে । এই নির্দেশিকাটির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কার্যকর আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় কমিটির সদস্যদের সঠিক নির্দেশনা দেয়া । বিশেষ করে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী দ্বারা গঠিত আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ হবেন এই নির্দেশিকাটির ব্যবহারকারী । এই নির্দেশিকাটিতে ১৩টি অধ্যায় আছে । যে অধ্যায়গুলোতে বাংলাদেশে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকি, ঝুঁকিহ্রাসে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের গুরুত্ব, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর বর্তমান অবস্থা, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বে, চলাকালে ও পরবর্তীতে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

আমাদের বিশ্বাস ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় সঠিক দিক নির্দেশনা দানের মাধ্যমে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকি কমাতে এই নির্দেশিকাটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে ।

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের জন্য ঝুঁকিপ্রবণ একটি দেশ। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি জেলা সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের জন্য ঝুঁকিপ্রবণ। মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৫ ভাগ মানুষ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাস করে। বিগত ৫০ বছরে বাংলাদেশে প্রায় ২০টি প্রচণ্ড তীব্রতা সম্পন্ন ঘূর্ণিঝড় আঘাত করেছে। এর মধ্যে ১৯৭০ এবং ১৯৯১ সালে যথাক্রমে প্রায় ৫ লক্ষ এবং ১ লক্ষ ৩৮ হাজার মানুষের প্রাণহানী ঘটে। সাম্প্রতি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের মাত্রা ও তীব্রতা ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- ২০০৭ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত মাত্র ২ বছরে সিডর, নার্গিস, বিজলী এবং আইলার মত প্রচণ্ড তীব্রতাসম্পন্ন ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের উপকূলভাগ অতিক্রম করেছে।

ঘূর্ণিঝড়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষ প্রতিরোধ করতে পারে না। তবে মজবুত ঘরবাড়ী ও অবকাঠামো থাকলে সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমানো যায়। বাংলাদেশের উপকূলীয় দরিদ্র মানুষ ঘূর্ণিঝড়ে টিকে থাকার মত মজবুত ঘরবাড়ি তৈরি করতে পারে না। অন্যদিকে, রাষ্ট্রীয় সক্ষমতার অভাবে ঘূর্ণিঝড়ে জীবনহানী কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আশ্রয়কেন্দ্র বাংলাদেশে নেই। দাতাদের আর্থিক সহযোগিতায় নির্মাণ করা বাংলাদেশে মোট ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের প্রায় ১০ ভাগই বর্তমানে ব্যবহারের জন্য উপযোগী নয়। এছাড়াও সম্প্রতি আঘাত করা প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন ঘূর্ণিঝড় সিডর ও আইলার ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে চাবির অভাবে অনেক আশ্রয়কেন্দ্রের দরজা ভেঙে জনগণকে আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় দেয়া হয়েছে। এ ধরণের পরিস্থিতির মূল কারণ হচ্ছে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় বিপদাপন্ন জনগণের অংশগ্রহণের অভাব এবং আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার সঠিক দিক নির্দেশনা না থাকা। বাস্তব এই পরিস্থিতি বিবেচনা করে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড নেশনস সেন্টার ফর রিজিওন্যাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএনসিআরডি) Hyogo অফিস এবং বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার (বিডিপিসি) যৌথভাবে একটি জেন্ডার সংবেদনশীল সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রাতিষ্ঠানিকরণ প্রকল্পের আওতায় ঝুঁকি নিরুপন ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়।

এই ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকাটি জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠান ইউএনসিআরডি এবং বিডিপিসি-র একটি যৌথ প্রয়াস। এই নির্দেশিকাটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকিহ্রাস। সেই লক্ষ্যে স্থানীয় বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী দ্বারা গঠিত আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য এটি একটি ব্যবহারিক নির্দেশিকা।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

নির্দেশিকাটির লক্ষ্য হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকিহ্রাস এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে কার্যকর আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় কমিটির সদস্যদের সঠিক নির্দেশনা দান ।

ব্যবহারকারী ও ব্যবহারের ক্ষেত্র

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা হবেন এই নির্দেশিকাটির ব্যবহারকারী । স্থানীয় জনগণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের যে কোন আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই নির্দেশিকাটি ব্যবহার করা যেতে পারে ।

নির্দেশিকার বিষয়বস্তু

এই নির্দেশিকাটিতে ১৩টি অধ্যায় আছে । যে অধ্যায়গুলোতে বাংলাদেশে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকি, ঝুঁকিহ্রাসে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের গুরুত্ব, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর বর্তমান অবস্থা, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বে, চলাকালে ও পরবর্তীতে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

নির্দেশিকা প্রণয়ন প্রক্রিয়া

প্রাথমিকভাবে এই নির্দেশিকাটি উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই বিষয়ক দেশী বিদেশী প্রকাশনা সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয় । এর পাশাপাশি বিষয়টি নিয়ে বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলার নিশানবাড়ীয়া এবং খাউলিয়া ইউনিয়নের বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীদের প্রতিনিধি এবং আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সাথে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে নির্দেশিকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে মতামত নেয়া হয় । পরবর্তীতে এই বিষয়ক দেশী বিদেশী প্রকাশনা বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং মাঠ পর্যায়ের জনগণ ও আশ্রয়কেন্দ্র কমিটির সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে খসড়া নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয় । মাঠ পর্যায়ে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির দুইটি প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে খসড়া নির্দেশিকাটির মাঠ পরীক্ষা বাস্তবায়ন করা হয় । পাশাপাশি বিশেষজ্ঞদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত গ্রহণের জন্য খসড়া নির্দেশিকাটি বিতরণ করা হয় । এরপর মাঠ সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ও বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে নির্দেশিকাটি চুড়ান্ত করা হয় । পরিশেষে মোড়েলগঞ্জ উপজেলা পর্যায়ে একটি খসড়া নির্দেশিকা চুড়ান্তকরণ ও অনুমোদন সভার মাধ্যমে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীদের প্রতিনিধি, আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিনিধি এবং ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিনিধিগণ এই নির্দেশিকাটি ব্যবহারের বৈধতা অনুমোদন করে ।

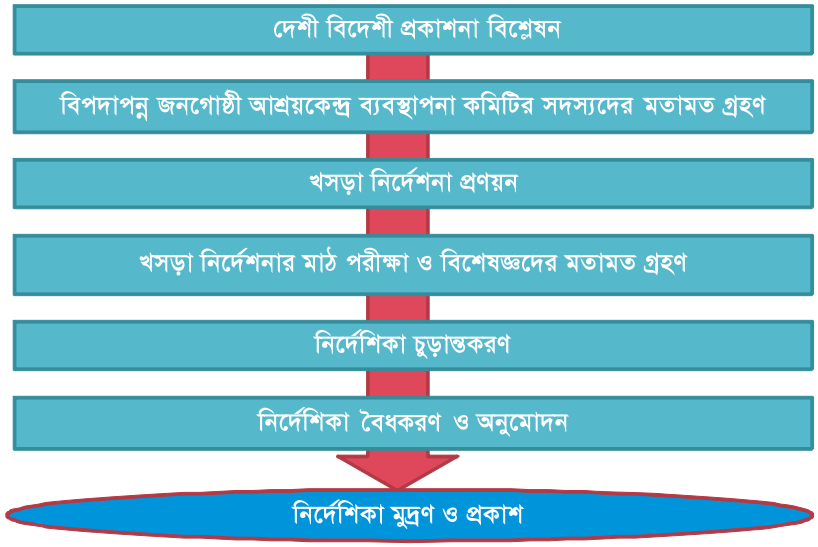

ব্যবহারকারীর জন্য নির্দেশনা

নীচের নির্দেশনাগুলোকে অনুসরণ করে এই নির্দেশিকাটি ব্যবহার করতে হবে-

- নির্দেশিকার নির্দেশনা অনুযায়ী আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করুন
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্য ভালমত নির্দেশিকাটি পড়ুন
- স্থানীয় পরিস্থিতি ও সুযোগ সুবিধা বিবেচনা করে নির্দেশনাটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নমনীয়তা বজায় রাখুন
- নির্দেশিকাটিতে উল্লেখিত অধ্যায়গুলোর নির্দেশনাতে যদি কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংযোজনের প্রয়োজন থাকে তবে সভা ডেকে সকল সদস্যের মতামত নিয়ে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিন
- নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকি কমাতে নির্দেশিকা অনুযায়ী কার্যকর পদক্ষেপ নিন
- ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে নির্দেশনা অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বে করণীয় কাজগুলো বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ নিন
- নির্দেশনা অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড় চলাকালের কাজগুলো বাস্তবায়ন করুন
- ঘূর্ণিঝড় পরবর্তীতে নির্দেশিকার কার্যক্রম মূল্যায়ন করুন এবং প্রয়োজনে নির্দেশিকাটির মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিন
- নির্দেশিকা অনুযায়ী ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সমন্বয় সাধনে কার্যকর পদক্ষেপ নিন ।

অধ্যায় ১
বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিপদাপন্নতা

আমরা জানি ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন ১৯টি জেলা নিয়ে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল। দেশের প্রায় ২৫ ভাগ মানুষ উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাস করে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের জন্য খুবই ঝুঁকিপ্রবণ। গত ৫০ বছরে বাংলাদেশে প্রায় ২০টির মত ভয়াবহ সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশে আঘাত করেছে। এর মধ্যে ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর এবং ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিলে আঘাত করা ঘূর্ণিঝড়ে উপকূলীয় অঞ্চলে যথাক্রম প্রায় ৫ লক্ষ এবং ১ লক্ষ ৩৮ হাজার মানুষের প্রাণহানী ঘটে এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। বাংলাদেশে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় আঘাত করার মূল হচ্ছে-

- ভৌগোলিক অবস্থান: পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত বা গরম অঞ্চলে বাংলাদেশের অবস্থান। বাংলাদেশের দক্ষিণে আছে বিশাল বঙ্গোপসাগর।
- ঘূর্ণিঝড় মানেই প্রচণ্ড বাতাস আর পানি। বাতাস সাধারণত প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ আছে এমন খোলা জায়গা পেলে সেখানে ঢোকার চেষ্টা করে। বাংলাদেশের উপকূলভাগ চোঙার মত। চোঙা আকৃতির হওয়ার কারণে মাঝের খোলা জায়গা সব সময় বাতাসকে প্রবেশ করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। তাই অধিকাংশ ঘূর্ণিঝড় দেশের অভ্যন্তরস্থ ভূ-ভাগের দিকে ধেয়ে আসে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়ছে আর সেই সাথে বাড়ছে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের মাত্রা ও তীব্রতা। ২০০৭ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত মাত্র ২ বছরে সিডর, নার্গিস, বিজলী এবং আইলার মত প্রচণ্ড তীব্রতা সম্পন্ন ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের উপকূলভাগ অতিক্রম করেছে।

ঝিনাইদহ
মাগুরা
ফরিদপুর
কুমিল্লা
শরীয়তপুর
চাঁদপুর
নরাইল
মাদারীপুর
যশোর
গোপালগঞ্জ
খাগড়াছড়ি
লক্ষীপুর
ফেণী
বরিশাল
নোয়াখালী
পিরোজপুর
রাঙ্গামাটি
সাতক্ষীরা
খুলনা
ঝালকাঠি
বাগেরহাট
চট্টগ্রাম
পটুয়াখালী
বরগুনা
বান্দরবন
কক্সবাজার
ব ঙ্গো প সা গ র

অধ্যায় ২
ঘূর্ণিঝড় ঝুঁকিহ্রাসে আশ্রয়কেন্দ্র ও আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

ঘূর্ণিঝড় দুর্যোগে অসহায় মানুষ জীবন বাঁচাতে উঁচু বাঁধ, পাকা দালান ও নড়বড়ে ঘরবাড়ীতেই আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় । উঁচু ও মজবুত অবকাঠামো ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে জীবন নাশের ঝুঁকি কমায় । কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ হতদরিদ্র । ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় সক্ষম উঁচু ও মজবুত বাড়ি তৈরি করার মত অর্থনৈতিক সামর্থ্য সাধারণ মানুষের নেই । সে কারণেই সাধারণ হত দরিদ্র মানুষের জীবন রক্ষায় নিরাপদ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের কোন বিকল্প নেই । অন্যদিকে সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করার মত ক্ষমতা রাষ্ট্রের নেই । বর্তমানে বাংলাদেশে যেসব ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলো আছে তার অধিকাংশই দাতা দেশগুলোর আর্থিক সহযোগিতায় নির্মাণ করা হয়েছে । নীচে দেয়া তথ্যগুলোকে আমরা যদি বিশ্লেষণ করি তবে সহজেই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝতে পারব-

- প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অভাবে বর্তমানে বাংলাদেশে দশভাগ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে ।
- বিগত ঘূর্ণিঝড়গুলোতে দেখা গিয়েছে আশ্রয়কেন্দ্রের চাবি না থাকায় দরজা ভেঙে আশ্রয়কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হয়েছে ।
- ঘূর্ণিঝড় চলাকালে আলো, বাতাস, পানি, পয়ঃনিস্কাশন, খাদ্য, চিকিৎসা, শৃখলা ও নিরাপত্তা নিয়ে আশ্রয়গ্রহণকারীদের নানা ধরণের সমস্যায় পড়তে হয়েছে ।
- ঘূর্ণিঝড় চলাকালে আশ্রয়কেন্দ্রে সবচেয়ে বেশী সমস্যার সম্মুখীন হয় নারী, শিশু, বয়স্ক, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধীব্যক্তি ।
- শুধুমাত্র আশ্রয়কেন্দ্রের অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণই নয় বরং ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকি কমাতেও প্রয়োজন সঠিক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ।

অধ্যায় ৩
বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর অবস্থা

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে জীবনের ঝুঁকি কমাতে আশ্রয়কেন্দ্রের কোন বিকল্প নেই। অথচ সম্প্রতি এক জরিপের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর প্রায় শতকরা ১০ ভাগই ব্যবহারের অনুপযোগী। শুধু তাই নয় এখনই যদি পরিচর্যা বা সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া না হয় তবে এমন আরও অনেক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের উপযোগিতা হারাবে। বাংলাদেশে আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর বর্তমান অবস্থা নিম্নরূপ-

- রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অধিকাংশ আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ব্যবহারের জন্য উপযোগী নয়।
- এমন অনেক আশ্রয়কেন্দ্র আছে যেগুলো স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তির বা পরিবারের নিজস্ব কাজে ব্যবহার করা হয়।
- যে সব আশ্রয়কেন্দ্র স্বাভাবিক সময়ে বিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা হয় যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার কারণে সেসব আশ্রয়কেন্দ্রের অবস্থা তুলনামুলকভাবে ভাল।
- রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অবকাঠামো দূর্বল হয়ে পড়েছে।
- শারিরীক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশের উপযোগী ঢালু পথ এবং শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই।
- অধিকাংশ আশ্রয়কেন্দ্রে প্রয়োজন অনুযায়ী পানি ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নেই।

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর দুরবস্থা হওয়ার প্রধান কারণগুলো হচ্ছে-

- অধিকাংশ আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর কমিটি নেই অথবা কমিটির কার্যকারিতা নেই।
- আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সামাজিক বা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেই বললেই চলে।
- সরকারি বেসরকারি মনিটরিং এর অভাব।
- তহবিলের অভাব।
- অধিকাংশ আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ঘূর্ণিঝড়কালীন সময় ব্যতিত অন্য সময় ব্যবহার করা হয় না।
- আশ্রয়কেন্দ্রগুলোকে স্থানীয় জনগণ নিজেদের বলে মনে করে না।
- আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর বিকল্প ব্যবহারের কোন উদ্যোগ নেই।
- জনগণের অসচেতনতা।

অধ্যায় ৪
ঘূর্ণিঝড় চলাকালে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের সমস্যা

মানুষের জীবনরক্ষার জন্য আশ্রয়কেন্দ্র। কিন্তু ঘূর্ণিঝড় চলাকালীন সময়ে আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেয়া জনগণের সাথে আলোচনা করে দেখা গিয়েছে সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়গ্রহণকারীদের নানা ধরণের সমস্যায় পড়তে হয়েছে। যেমন-

- জরুরী সময়ে আশ্রয়কেন্দ্রের চাবি খুঁজে পাওয়া যায় না।
- জায়গার তুলনায় অধিক সংখ্যক আশ্রয়গ্রহণকারীর অবস্থান।
- বিশৃঙ্খল পরিবেশ।
- পর্যাপ্ত আলো বাতাসের অভাব।
- নিরাপদ পানি ও শুকনা খাবারের অভাব।
- নিরাপত্তার অভাব।
- স্থানীয় প্রভাবশালী কর্তৃক অতিরিক্ত স্থান দখলের প্রবণতা।
- পর্যাপ্ত শৌচাগারের অভাব।
- শৌচাগারগুলো ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়া।
- কিশোরীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তার অভাব।
- প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকা।
- গর্ভবর্তী ও সদ্যপ্রসূতী নারীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা না থাকা।
- শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা না থাকা।
- গবাদি পশুপাখির জন্য পৃথক ব্যবস্থা না থাকা।
- আবহাওয়ার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানার সুযোগের অভাব।
- বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর অতিরিক্ত জিনিসপত্র নিয়ে আসার প্রবণতা।
- আশ্রয়কেন্দ্রে আসার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সংযোগ সড়ক না থাকা।
- আশ্রয়কেন্দ্রের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সচেতনতার অভাব।
- ঘূর্ণিঝড় চলাকালে যথাযথ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার অভাব।

অধ্যায় ৫

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের বিপদাপন্নতা

একই দুর্যোগে বয়স, লিঙ্গ এবং শারিরীক সক্ষমতার ভিন্নতার কারণে কারও ঝুঁকির মাত্রা বেশী আবার কারো ঝুঁকির মাত্রা কম । খুব স্বাভাবিক ভাবেই দেখা গিয়েছে যে কোন দুর্যোগে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিপদাপন্নতা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশী । জরুরী পরিস্থিতিতে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের বিপদাপন্নতাসমূহ নিম্নরূপ-

- অধিকাংশ নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীব্যক্তিরা ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত পায় না ।
- নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোন বিশেষ পরিকল্পনা বা উদ্যোগ থাকে না ।
- অধিকাংশ আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে ঢালুপথ না থাকার কারণে শারীরিক প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের সমস্যায় পড়তে হয় ।
- শৌচাগারগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহারের উপযোগী না হওয়ায় প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের নানা ধরণের সমস্যায় পড়তে হয় ।
- কখনও কখনও প্রয়োজনের তুলনায় অধিক সংখ্যক আশ্রয়গ্রহণকারী হওয়ার কারণে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক অবস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না ।
- কখনও কখনও নারীদের পর্দা রক্ষায় সমস্যা হয় ।
- অনেক সময় কিশোরী কন্যাদের উত্যক্ত করা হয় ।
- গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে অনেক সময় সন্তান প্রসবজনিত সমস্যায় পড়তে হয় ।
- শিশু খাদ্যের অভাবে শিশুরা অনাহারে ভোগে ।
- বয়স্ক ব্যক্তিরা আলো বাতাসের অভাবে স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগে ।

অধ্যায় ৬
ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র কমিটি গঠন, গঠন প্রক্রিয়া

সাধারণত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে ব্যবস্থাপনা কমিটি না থাকার জন্য এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কমিটিগুলোর কার্যকারিতা না থাকার জন্য আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ব্যবহারের জন্য অনুপযোগী হয়ে পরে। সে কারণেই ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার জন্য আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও কমিটির কার্যকারিতার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নীচের নির্দেশনাগুলো মেনে আশ্রয়কেন্দ্র কমিটি গঠন করুন-

- নির্দিষ্ট যে এলাকার জনগণ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার করবেন সেই এলাকার সকল পরিবারের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে সামাজিক উদ্যোগে গ্রাম কমিটি গঠন করুন।
- সকল পরিবারের একজন করে সদস্য হবেন গ্রাম কমিটির সদস্য এবং সকল মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিরা হবেন গ্রাম কমিটির কার্যকর পরিষদের সদস্য (১১ জন বা ৯-১৩ জন) যেমন- সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ইত্যাদি।
- গ্রাম কমিটিতে অবশ্যই হত দরিদ্র পরিবারের প্রতিনিধি, নারী ও প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ থাকতে হবে।
- গ্রাম কমিটির উদ্যোগে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করুন।
- এলাকার সকল মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিরা হবেন আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য।
- কমিটির ৭০ ভাগ সদস্য হতে হবে হতদরিদ্র পরিবারের।
- কমিটিতে অবশ্যই নারী এবং প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ থাকতে হবে।
- কমিটির সদস্য সংখ্যা হবে অভীষ্ট জনগোষ্ঠী পরিবারের ১০%।
- কমিটির মেয়াদকাল হবে কমপক্ষে ২ বছর, উর্দ্ধে ৩ বছর।
- প্রতি ২১ দিন পর পর এবং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে সভা আয়োজন করুন।
- কমিটির সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ মূল্যায়ন করুন, প্রয়োজনে নিষ্ক্রিয় সদস্যকে সর্বসম্মতিক্রমে বাদ দিয়ে নতুন সদস্য নিযুক্ত করুন।
- ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমিটির সকল সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করুন।

অধ্যায় ৭
আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠনতন্ত্র

যে কোন একটি সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হয় নিয়মাবলীর । গঠনতন্ত্র হচ্ছে একটি সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের এমন কিছু নিয়মাবলী যা অনুসরণ করে সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করা যায় ।

গঠনতন্ত্র ব্যতিত একটি সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানকে কখনই আনুষ্ঠানিক বা বৈধ সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া যায় না অথবা এধরণের সংগঠনের কোন গ্রহণযোগ্যতাও থাকে না । স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনা করে এলাকাভেদে আশ্রয়কেন্দ্র কমিটিগুলোর গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত নিয়মাবলী বা বিধি-বিধানসমূহ ভিন্ন হতে পারে । তবে একটি গঠনতন্ত্রে যে বিষয়গুলি উল্লেখ থাকা বাঞ্চনীয় তা হচ্ছে-

- নির্দিষ্ট মেয়াদকাল অন্তর অন্তর মাসিক সভা আয়োজনের দিক নির্দেশনা
- জরুরী পরিস্থিতিতে সভা আয়োজনের দিক নির্দেশনা
- সভার কার্যাবলী ও সিদ্ধান্তসমূহ নথীভূক্তকরণ ও সংরক্ষণ
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অনুমোদন প্রক্রিয়া
- সদস্যপদ বাতিল ও নতুন সদস্য অন্তর্ভূক্তকরণ প্রক্রিয়া
- ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনার নিয়মাবলী
- আয় ও ব্যয়ের দিক নির্দেশনা
- আশ্রয়কেন্দ্র বহুমুখী ব্যবহার বিধি
- সদ্যদের আচরণ বিধি
- কমিটি অবলুপ্তি ও নতুন কমিটি গঠন প্রক্রিয়া
- ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, সরকারি বিভাগ এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয় সাধণ প্রক্রিয়া
- গঠনতন্ত্রের বিধি-বিধান সংযোজন বিয়োজন প্রক্রিয়া ।

স্বাভাবিক সময়ে অর্থাৎ যখন ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকি থাকে না তখন আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্যের সক্রিয় অংশগ্রহণে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠনতন্ত্র প্রস্তুত করুন ।

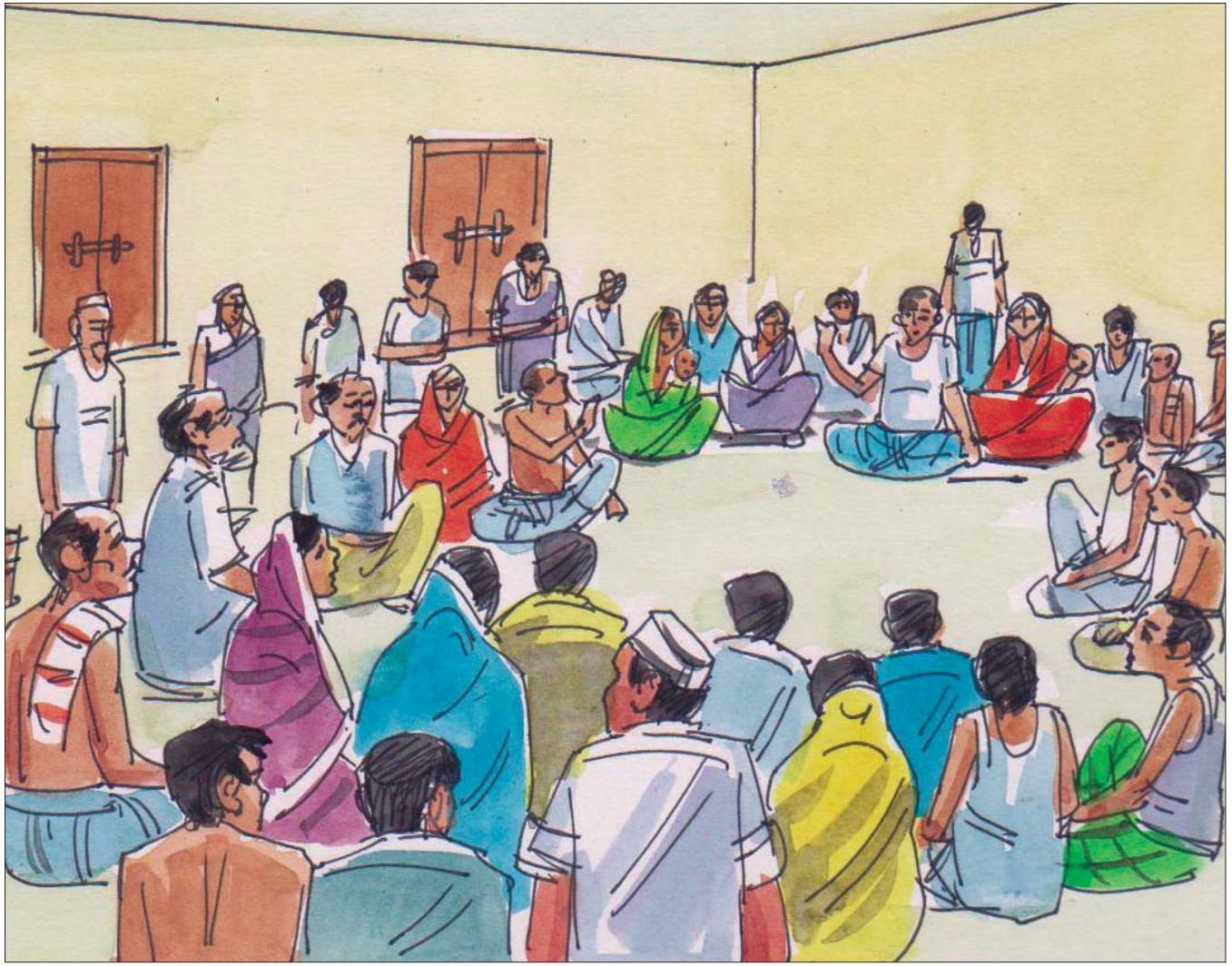

অধ্যায় ৮

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বে ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয়

আশ্রয়কেন্দ্রের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

- সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যবহার যেমন- বিবাহ, খৎনা, মিলাদ ইত্যাদি ।
- সামাজিক রিসোর্স সেন্টার হিসেবে ব্যবহার যেমন- লাইবেরী, পরামর্শ কেন্দ্র ইত্যাদি ।
- সরকারি বিভাগসমূহের সেবা কাজে ব্যবহার যেমন- টিকা দান, স্বাস্থ্য সেবা দান, গবাদি পশু-পাখির চিকিৎসা, কৃষি বিষয়ক পরামর্শ ইত্যাদি ।
- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজে ব্যবহার করা যেমন- সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ।
- প্রাথমিক শিক্ষা ও গণ শিক্ষার কাজে ব্যবহার ।

দেশের আইন পরিপন্থি এবং সামাজিকভাবে স্বীকৃত নয় এমন কাজে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার করা যাবে না ।

তহবিল গঠন

সদস্য চাঁদা এবং সরকারি বেসরকারি এবং সামাজিক কাজে ভাড়া দেয়ার মাধ্যমে আশ্রয়কেন্দ্রের তহবিল গঠন করা যেতে পারে । তবে আবারও মনে রাখতে হবে দেশের আইন পরিপন্থি এবং সামাজিকভাবে স্বীকৃত নয় এমন কাজে আশ্রয়কেন্দ্র ভাড়া দেয়া যাবে না ।

আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ

স্বাভাবিক সময় যখন ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা থাকে না তখন আশ্রয়কেন্দ্রের অবকাঠামোগত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তা সংস্কারের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিন । আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় ভার নিশ্চিত করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে যথাযথ সরকারি বিভাগ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করুন । প্রয়োজনে এ ব্যাপারে কমিটি সবার অনুমতিক্রমে নিজস্ব তহবিল ব্যবহার করতে পারে । আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য ৩ থেকে ৫ সদস্যের একটি অস্থায়ী উপ-কমিটি গঠন করা যেতে পারে যা নির্দিষ্ট কাজের পর বিলুপ্ত হবে এবং পরবর্তী কাজের সময় আবার একই অথবা অন্য সদস্যদের দ্বারা পুণঃগঠিত হবে ।

আপনার শিশুকে
টিকা দিন

শুভ বিবাহ

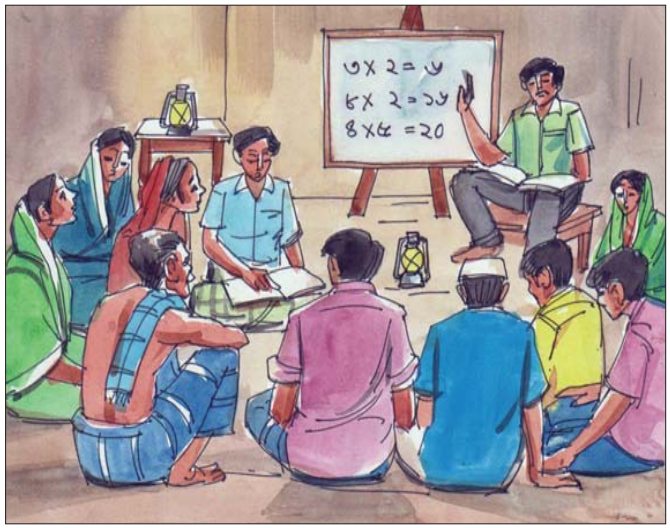

৩ x ২ = ৬
৮ x ২ = ১৬
৪ x ৫ = ২০

সতর্ক সংকেত প্রচারকারী দল গঠন ও দক্ষতা উন্নয়ন

ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত প্রচারের লক্ষ্যে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক চিহ্নিত করে সতর্ক সংকেত প্রচারকারী দল গঠন করুন । এই দলে ৭ থেকে ১০ জন পর্যন্ত সদস্য থাকতে পারে । অন্যান্যের সাথে স্থানীয় মসজিদের ইমাম ও প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক এই দলের সদস্য হতে পারেন । সতর্ক সংকেত প্রচারকারী দলের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করুন । প্রয়োজনে এ ব্যাপারে স্থানীয় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচী (সিপিপি) অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নিন ।

উদ্ধার ও স্থানান্তরকারী দল গঠন ও দক্ষতা উন্নয়ন

ঘূর্ণিঝড়ের প্রাক্কালে এবং চলাকালে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে উদ্ধার এবং আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরের জন্য এবং আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরে নারী, শিশু, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহযোগিতা করার জন্য উদ্ধার ও স্থানান্তরকারী দল গঠন করুন । এই দলের সদস্যদের বয়সসীমা ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয় । এলাকার জনসংখ্যাভেদে সর্বনিম্ন ৮ থেকে সর্বোচ্চ ১৫ সদস্য বিশিষ্ট হবে এই দল । উদ্ধার ও স্থানান্তর কাজে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করুন । এ ব্যাপারে সরকারি বিভাগ অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নিন ।

স্বাস্থসেবা ও প্রাথমিক চিকিৎসাকারী দল গঠন ও দক্ষতা বৃদ্ধি

ঘূর্ণিঝড় চলাকালে ও পরবর্তীতে অসুস্থ ও আহত ব্যক্তিদের সেবা প্রদানের জন্য স্বাস্থসেবা ও প্রাথমিক চিকিৎসাকারী দল গঠন করুন । এই দলের সদস্যরা হবেন এলাকার তরুণ, তরুণী, স্থানীয় গ্রামীন ডাক্তার, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ধাত্রী এবং সরকারি বিভাগ ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের কর্মী । সরকারি বিভাগ ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এই দলের সদস্যদের স্বাস্থসেবা ও প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্বাভাবিক সময়েই প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করুন ।

সম্ভাব্য আশ্রয়গ্রহণকারী পরিবারসমূহের তালিকা প্রস্তুত

ঘূর্ণিঝড় চলাকালে গ্রামের যে পরিবারগুলো আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে, ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বেই সেই পরিবারগুলোর তালিকা প্রস্তুত করুন এবং সংরক্ষণ করুন যাতে করে ঘূর্ণিঝড় চলাকালে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি সহজেই বুঝতে পারে যে কতলোক আশ্রয় নিয়েছে বা কতজন নিতে পারেনি ।

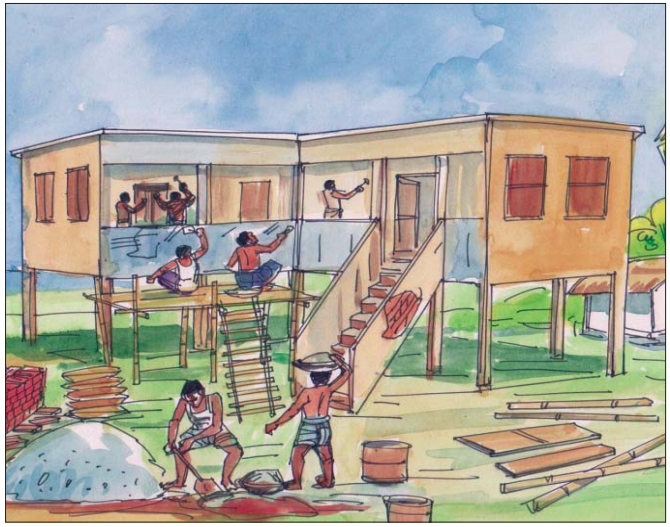

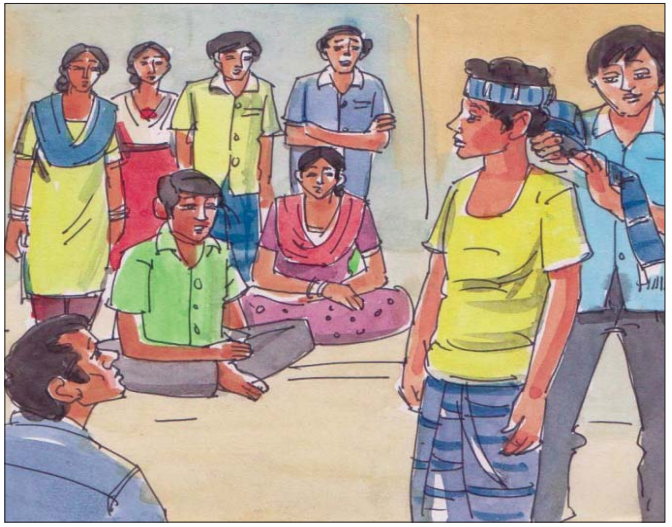

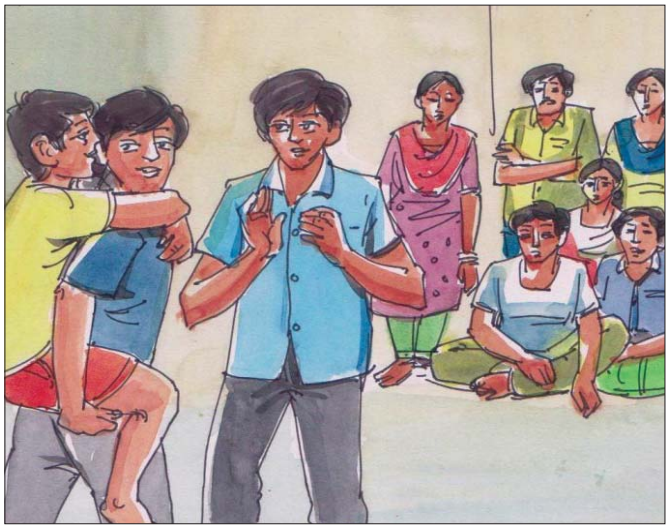

সর্বাপেক্ষা ঝুঁকিপ্রবণ জনগোষ্ঠী (নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী) চিহ্নিতকরণ

সামাজিক মানচিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে এলাকার সর্বাপেক্ষা ঝুঁকিপ্রবণ জনগোষ্ঠী যেমন- গর্ভবতী ও সদ্য প্রসূতী নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের চিহ্নিত করুন। এ ব্যাপারে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক এবং সরকারি বিভাগ ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের সহযোগিতা নিন। এই কাজটি স্বাভাবিক সময়েই করে রাখতে হবে যাতে করে ঘূর্ণিঝড় চলাকালে এই ঝুঁকিপ্রবন জনগোষ্ঠীকে অধিক সাহায্য সহযোগিতা করা সম্ভব হয়। এই তালিকাটি প্রতি বছর নবায়ন করতে হবে।

আশ্রয়কেন্দ্রে আসার সংযোগ সড়কসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ

ঘূর্ণিঝড় চলাকালে আশ্রয়কেন্দ্রে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর আশ্রয়গ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার নতুন সংযোগ সড়ক নির্মাণ এবং পুরাতন সংযোগ সড়কগুলো সংস্কার করুন। এ ব্যাপারে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে যথাযথ সরকারি বিভাগ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নিন।

আশ্রয়কেন্দ্রের চাবি সংরক্ষণ

কমিটির সকল সদস্যের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আশ্রয়কেন্দ্রের চাবি সংরক্ষণকারী নির্বাচন করুন। আশ্রয়কেন্দ্রের চাবি সংরক্ষণের জন্য এমন দুই থেকে সর্বোচ্চ তিন জন ব্যক্তিকে নির্বাচন করুন যারা হবেন-

- এলাকাবাসী সবার কাছে গ্রহণযোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য।
- আশ্রয়কেন্দ্রের কাছাকাছি বসবাসকারী পরিবার।
- আশ্রয়কেন্দ্রের কাছাকাছি বসবাসকারী নারীদের প্রতিনিধি।
- আশ্রয়কেন্দ্রের কাছাকাছি মসজিদের ইমাম।
- আশ্রয়কেন্দ্র কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।
- স্থানীয় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য।

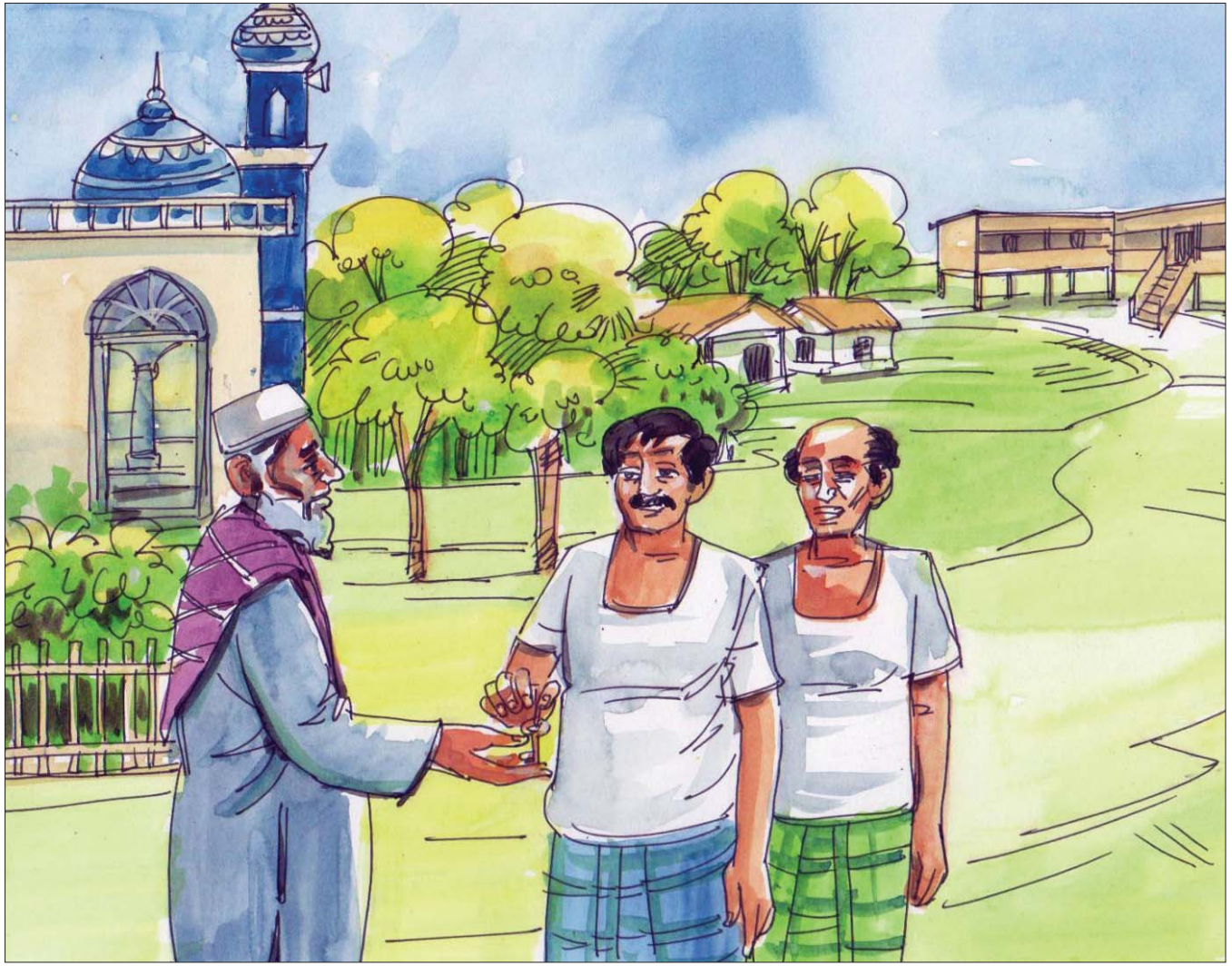

ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সমন্বয় সাধণ

- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে আলোচনা সাপেক্ষে আশ্রয়কেন্দ্র কমিটির একজন প্রতিনিধিকে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সম্পৃক্ত করার জন্য পদক্ষেপ নিন ।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার কাজে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহযোগিতা নিন ।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার কাজগুলোকে স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য সরকারি বিভাগ, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচী (সিপিপি) ও বেসরকারি সংস্থা সমূহের সাথে যোগাযোগ করুন ।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম সম্পর্কে ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবহিত রাখুন ।

জরুরী সাড়া প্রদান পরিকল্পনা উন্নয়ন

জরুরী পরিস্থিতিতে কখন আশ্রয়কেন্দ্র কমিটির সভা আহবান করা হবে, সতর্ক সংকেত প্রচারকারী দল কখন এবং কিভাবে এলাকায় ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত প্রচার করবে, উদ্ধার ও আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরকারী দল কখন কিভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করবে, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী দল কিভাবে আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানকালে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করবে সেসব বিষয়ে অংশগ্রহণমূলকভাবে **'জরুরী সাড়া প্রদান পরিকল্পনা'** প্রণয়ন করুন ।প্রয়োজনে কার্যকর জরুরী সাড়া প্রদান নিশ্চিত করতে গ্রামকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করুন এবং বিভক্ত করা গ্রামের প্রতিটি অংশের দায়িত্ব আশ্রয়কেন্দ্রের সদস্যদের মধ্যে বন্টন করুন । স্বাভাবিক সময় অর্থাৎ যখন ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা থাকে না তখন আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত সকল পক্ষের অংশগ্রহণে মহড়া আয়োজনের মাধ্যমে জরুরী সাড়া প্রদানের পরিকল্পনাগুলোকে চর্চা করুন ।

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে জনসচেতনতা সৃষ্টি

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য-

- পারিবারিক পর্যায়ে উঠান বৈঠকের আয়োজন করুন ।
- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আলোচনা করুন ।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলোচনা করুন ।
- এনজিওদের গঠিত ছোট দলে আলোচনা করুন ।
- সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করুন ।
- মহড়া আয়োজন করুন ।

আশ্রয়কেন্দ্রের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে প্রতিটি পরিবারকে সচেতন করার জন্য যা বলতে হবে

- সতর্ক সংকেত শোনা বা এক পতাকা দেখা মাত্র আবহাওয়া পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে হবে ।
- বিপদসংকেত শোনা বা দুই পতাকা দেখা মাত্র আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে হবে ।
- পরিবারের সবচেয়ে বিপদাপন্ন সদস্য যেমন- শিশু, গর্ভবতী ও সদ্যপ্রসূতী নারী, বয়স্ক, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের বিপদসংকেত শোনা মাত্র বা দুই পতাকা চলাকালে আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিতে হবে ।
- মহাবিপদ সংকেত শোনা বা তিন পতাকা দেখা মাত্র পরিবারের সবাইকে আশ্রয়কেন্দ্রে চলে যেতে হবে ।
- আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার সময় গবাদি পশু যেমন- গরু, মহিষ, ছাগল উঁচু বা নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে হবে । যদি আশ্রয়কেন্দ্রে গবাদি পশু রাখার জন্য পৃথক স্থান থাকে তবে আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে । যদি তাৎক্ষনিকভাবে নিরাপদ স্থান খুঁজে না পাওয়া যায় তবে গবাদি পশুর গলার রশি খুলে দিতে হবে ।
- আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার সময় প্রতিটি পরিবারকে শুকনো খাবার, পানি, শিশুখাদ্য (যে সকল পরিবারে শিশু আছে) প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্র, টর্চ লাইট, জরুরী কাগজপত্র (দলিল) এবং মুল্যবান সামগ্রী (টাকা পয়সা, গহনা) ইত্যাদি সাথে নিতে হবে ।
- অধিক জায়গা দখল করে এমন কোন জিনিসপত্র আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া যাবে না ।

সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক, শিক্ষক, ইমাম, সরকারি-বেসরকারি বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের কর্মী ও ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচী (সিপিপি) এর সহযোগিতা নিন ।

অধ্যায় ৯

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ঘূর্ণিঝড় চলাকালে ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয়

জরুরী সভা আয়োজন

- নতুন সংকেত ব্যবস্থা অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত ১ থেকে ৩ নম্বর চলাকালে অর্থাৎ যখন এক পতাকা থাকে তখন আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির জরুরী সভা আয়োজন করুন ।
- একই সাথে জরুরী সাড়াপ্রদানকারী অন্যান্য দলগুলোর সভা আয়োজনের পদক্ষেপ নিন ।
- জরুরী সাড়া প্রদানে প্রত্যেকটি দলের প্রস্তুতি যাচাই করুন ।
- নতুন সংকেত ব্যবস্থা অনুযায়ী ৪ ও ৬ নম্বর হওয়া মাত্র অথাৎ যখন দুই পতাকা থাকে তখন সতর্ক সংকেত প্রচারের জন্য সতর্ক সংকেত প্রচার দলকে নির্দেশ দিন ।
- বিপদ সংকেতে আশ্রয়কেন্দ্র খুলে দেয়ার জন্য সংশিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে নির্দেশ দিন ।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের উপযোগিতা যাচাই করুন । যেমন- শৌচাগারগুলো ব্যবহারের উপযোগী আছে কিনা, আসবাবপত্র থাকলে তা সরিয়ে ফেলা, পানির ব্যবস্থা রাখা, ইত্যাদি ।
- সবাইকে আবহাওয়ার পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে বলুন এবং সবাইকে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকতে বলুন ।

ঘূর্ণিঝড় সংকেত প্রচার

- বিপদ সংকেত অর্থাৎ সংকেত নম্বর ৬ হওয়া মাত্র পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সতর্ক সংকেত প্রচারকারী দলের মাধ্যমে এলাকার বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে বিপদ সংকেত জানিয়ে সতর্ক করুন ।
- বিপদ সংকেত অর্থাৎ সংকেত নম্বর ৬ হওয়া মাত্র পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আশ্রয়কেন্দ্রগুলোকে ব্যবহারের জন্য খুলে দিন ।
- সতর্ক সংকেত প্রচার কার্যক্রম মনিটরিং-এ কার্যকর পদক্ষেপ নিন ।
- অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এলাকার সকল নারী, শিশু, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের কাছে ঘূর্ণিঝড়ের আগাম বিপদ সংকেত পৌঁছিয়ে দিন ।
- এলাকার প্রতিটি পরিবারকে ক্ষয়ক্ষতি কমাতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য পরামর্শ দিন ।

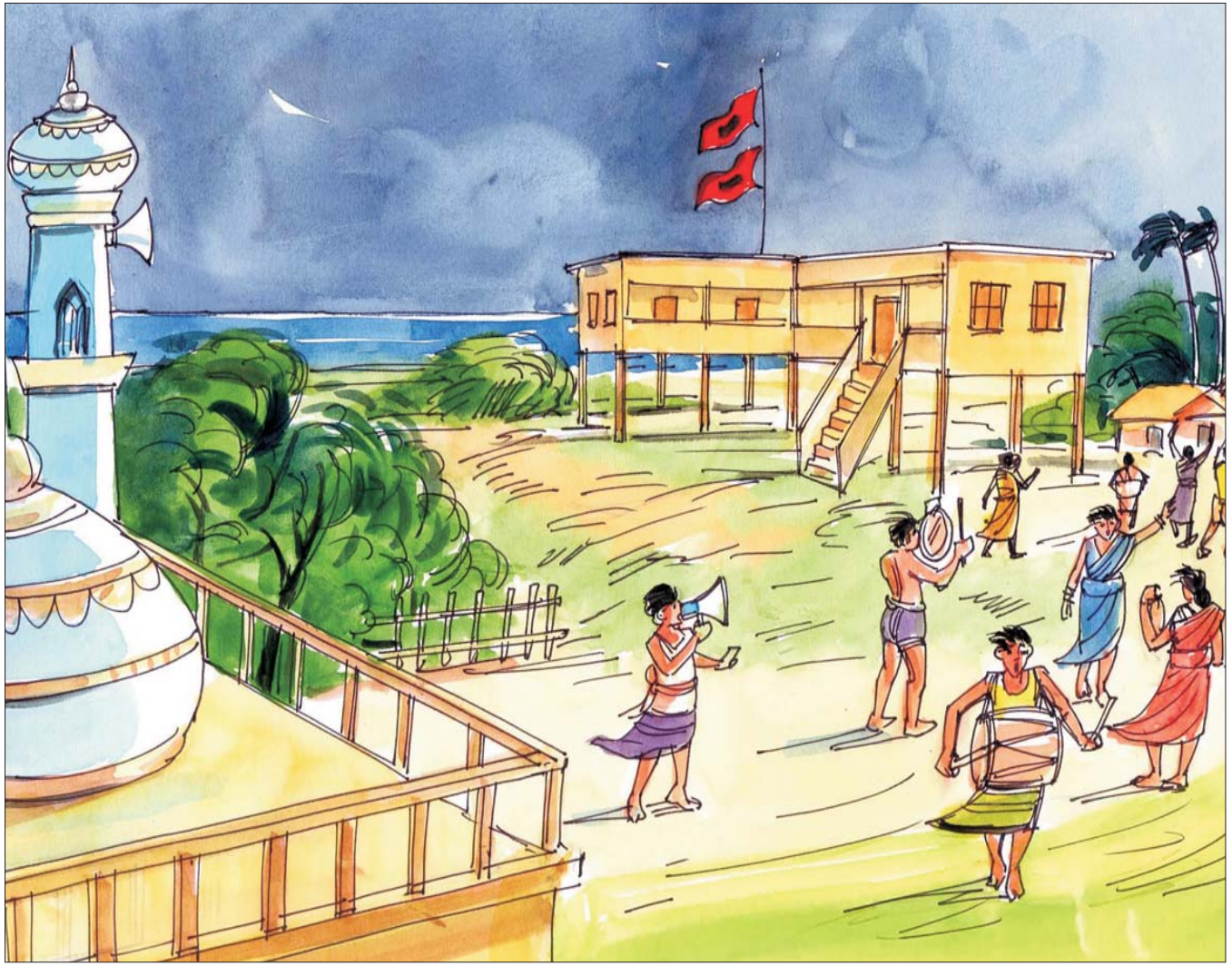

- সরকারি-বেসরকারি বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের কর্মী এবং ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচী (সিপিপি) এর স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে সম্মিলিতভাবে ঘূর্ণিঝড় সংকেত প্রচার করুন ।
- ঘূর্ণিঝড় সংকেত প্রচারের গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে স্থানীয় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবগত করুন ।

উদ্ধার ও স্থানান্তর

- মহাবিপদ সংকেত (৮, ৯, ১০ নম্বর) পাওয়া মাত্র জরুরী সাড়া প্রদান পরিকল্পনা অনুযায়ী উদ্ধার ও স্থানান্তর দলকে ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা থেকে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে উদ্ধার ও স্থানান্তরের জন্য নির্দেশ দিন ।
- উদ্ধার ও স্থানান্তর কার্যক্রম মনিটরিং এ কার্যকর পদক্ষেপ নিন ।
- ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা থেকে কতজনকে উদ্ধার ও স্থানান্তর করা হয়েছে সে ব্যাপারে ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবগত করুন ।
- ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সমন্বয় সাধণের মাধ্যমে উদ্ধার ও স্থানান্তর কার্যক্রম পরিচালনা করুন ।

আশ্রয়কেন্দ্রে গমনে এবং অবস্থানকালে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার

উদ্ধার ও স্থানান্তর কার্যক্রমে গর্ভবতী নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীব্যক্তিদেরকে অগ্রাধিকার দিন । এ ব্যাপারে উদ্ধার ও স্থানান্তরকারী দলকে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী চিহ্নিত গর্ভবতী নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীব্যক্তিদেরকে সবার আগে আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিন ।

তালিকাভূক্ত প্রতিটি পরিবারের উপস্থিতি যাচাই

পূর্বে প্রস্তুত করা তালিকা অনুযায়ী প্রতিটি পরিবার আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছে কিনা তা যাচাই করুন এবং যদি কোন পরিবার আশ্রয় না নিয়ে থাকে তবে সেই পরিবারের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিন ।

নিরাপত্তা বিধান

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসা জনগণের সম্পদ ও আশ্রয়গ্রহণকারী নারী, শিশু ও কিশোরীদের নিরাপত্তা বিধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করুন । এব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটির সদস্যদের এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সজাগ থাকতে বলুন । এ কাজে জনগণের বিশ্বাসভাজন স্থানীয় তরুন ও যুবকদের সম্পৃক্ত করুন ।

শুকনা খাবার, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিস্কাশন নিশ্চিতকরণ

- ঘূর্ণিঝড় চলাকালে আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানকারী বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ খাবার পানি নিশ্চিত করুন ।
- শৌচাগার ব্যবহারযোগ্য রাখার জন্য সবাইকে অনুরোধ করুন ।
- প্রয়োজনে আশ্রয়গ্রহণকারীদের জন্য শুকনো খাবার এবং শিশুদের জন্য শিশু খাদ্যের ব্যবস্থা রাখুন ।
- এ ব্যাপারে সরকারি বিভাগ এবং স্থানীয় বেসরকারি সংস্থাগুলোর সহযোগিতা নিন ।

স্বাস্থ্যসেবা ও প্রাথমিক চিকিৎসা নিশ্চিতকরণ

- আশ্রয়কেন্দ্রে আসার সময় যদি কেউ আহত হয়ে থাকে অথবা আশ্রয়কেন্দ্রে আসার পর কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে সেই সব ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন ।
- স্বাস্থসেবা ও প্রাথমিক চিকিৎসা দলের কার্যক্রমকে মনিটরিং করুন ।
- গর্ভবতী নারীদের নিরাপত্তায় বিশেষ ব্যবস্থা নিন এবং গর্ভবতীদের সেবায় একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীর উপস্থিতি এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি নিশ্চিত করুন ।

আশ্রয়কেন্দ্রে শৃখলা রক্ষা

- আশ্রয়কেন্দ্রের জায়গা ব্যবহারে শৃখলা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন ।
- সকল আশ্রয়গ্রহণকারীকে পরস্পরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক আচরণ করতে বলুন ।
- নারী এবং পুরুষদের পৃথক পৃথক অবস্থান নিশ্চিত করুন ।
- গর্ভবতী নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীব্যক্তিদেরকে সহযোগিতার জন্য সবাইকে অনুরোধ করুন ।
- গবাদি পশু ও পাখির জন্য পৃথক ব্যবস্থা গ্রহণ করুন ।
- আশ্রয়কেন্দ্রে মোট কতটি পরিবার এবং কতজন আশ্রয় নিয়েছেন সে বিষয়ে ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবগত করুন ।
- ঘূর্ণিঝড় থেমে যাওয়ার পর কমপক্ষে একঘন্টা পরে আশ্রয়গ্রহণকারীদের নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করুন ।

অধ্যায় ১০

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তীতে করণীয়

ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম মূল্যায়ন ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ

- আশ্রয়গ্রহণকারীরা বিদায় নেয়ার পর আশ্রয়কেন্দ্রকে পূণরায় ব্যবহারের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করুন ।
- ঘূর্ণিঝড়ের পরবর্তীতে পরিস্থিতি যখন স্বাভাবিক হয়ে আসে তখন আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আয়োজন করুন ।
- সভায় সকল সদস্যের উপস্থিতিতে বিগত ঘূর্ণিঝড়ে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি কার্যক্রম মূল্যায়ন করুন ।
- মূল্যায়নের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতাগুলোকে চিহ্নিত করুন ।

সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে নতুন কার্যক্রম গ্রহণ

- চিহ্নিত সীমাবদ্ধতাগুলো দূর করার জন্য নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করুন ।
- প্রয়োজনে নতুন নির্ধারিত কার্যক্রমের আলোকে জরুরী সাড়া প্রদানের কর্মপরিকল্পনা পুণঃবিন্যাস করুন বা পূণরায় তৈরি করুন এবং বাস্তবায়ন করুন ।

অধ্যায় ১১
সরকার অনুমোদিত নতুন ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ সংকেত

ঘূর্ণিঝড় সংকেত ও তার ব্যাখ্যা

- নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত সংখ্যা ৮টি । তবে সংকেত নম্বর আগের মত ১০টিই রাখা হয়েছে ।
- পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত সংখ্যা ছিল ১০টি এবং সংকেত নম্বরও ছিল ১০টি ।
- নতুন ব্যবস্থায় ৫ ও ৭ নম্বর বিপদ সংকেত বাদ দেয়া হয়েছে । অর্থাৎ আগের ব্যবস্থা অনুযায়ী সংকেত নম্বর ৫, ৬ এবং ৭ ছিল বিপদ সংকেত । কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় শুধুমাত্র সংকেত নম্বর ৬ কে বিপদ সংকেত হিসেবে বলা হয়েছে ।
- তবে নতুন ব্যবস্থায় পূর্বের মতই ৮, ৯ এবং ১০ কে মহাবিপদ সংকেত হিসেবে বলা হয়েছে ।
- অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে ৪ নম্বরের পরে শুধুমাত্র ৬ নম্বর হবে বিপদসংকেত (৫ নম্বর থাকবে না) আবার ৬ নম্বরের পরে ৮ নম্বর (৭ নম্বর থাকবে না) থেকে মহাবিপদ সংকেত শুরু হবে । যা বাতাসের তীব্রতা অনুযায়ী ১০ নম্বরে গিয়ে শেষ হবে ।

সংকেত পতাকা এবং ব্যাখ্যা

- পূর্বের মত ১টি পতাকার অর্থ সতর্ক সংকেত । বর্তমান ব্যবস্থায় ১, ২ ও ৩ নম্বর সংকেতে ১টি পতাকা উত্তোলনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে । পূর্ববর্তী ব্যবস্থায় ১, ২, ৩ ও ৪ নম্বর সংকেতে ১টি পতাকা উত্তোলন করা হতো ।
- পূর্বের মত ২টি পতাকার অর্থ বিপদ সংকেত । তবে এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ৪ও ৬ নম্বর সংকেতে ২টি পতাকা উত্তোলনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে । পূর্বে ৫, ৬ ও ৭ নম্বর সংকেতে ২টি পতাকা উড়ানো হতো ।
- পূর্বের মত ৩টি পতাকার অর্থ মহাবিপদ সংকেত । এক্ষেত্রে আগের মতই ৮, ৯ ও ১০ নম্বর সংকেতে ৩টি পতাকা উত্তোলনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে ।

পতাকা অনুযায়ী করণীয়

- ১টি পতাকা অর্থাৎ সতর্ক সংকেত চলাকালে আমাদের উচিত আবহাওয়ার গতিবিধিকে লক্ষ্য করা এবং নিয়মিত আবহাওয়ার খবর শোনা ।
- ২টি পতাকা অর্থাৎ বিপদ সংকেত চলাকালে আমাদের উচিত অন্যদেরকেও বিপদের খবর জানানো এবং আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়া ।
- ৩টি পতাকা অর্থাৎ মহাবিপদ সংকেত চলাকালে আমাদের উচিত নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়া এবং অন্যদেরকেও নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করা । আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার ব্যাপারে নারী, শিশু, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে ।

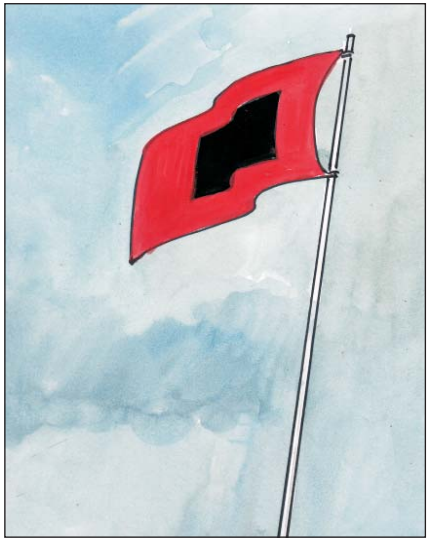

১, ২ ও ৩ নম্বর সংকেত

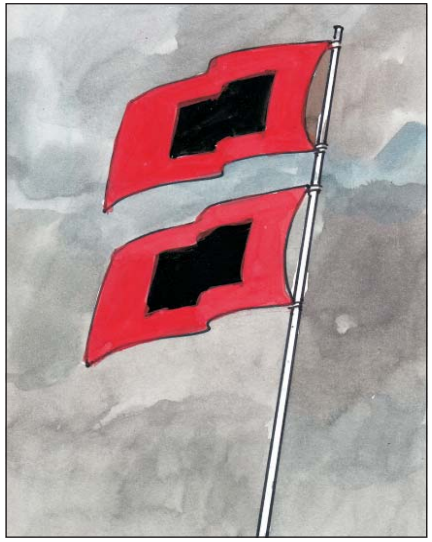

৪ ও ৬ নম্বর সংকেত

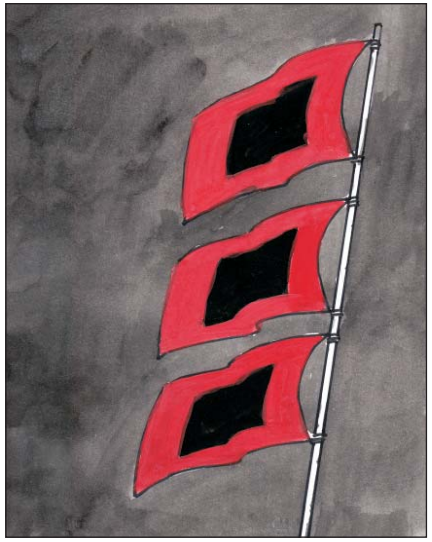

৮, ৯ ও ১০ নম্বর সংকেত

অধ্যায় ১২
প্রয়োজনীয় জরুরী সামগ্রী ও উপকরণ

জরুরী মুহূর্তে বা ঘূর্ণিঝড় চলাকালে সঠিক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র নিম্নলিখিত জরুরী সামগ্রী ও উপকরণ থাকা প্রয়োজন-

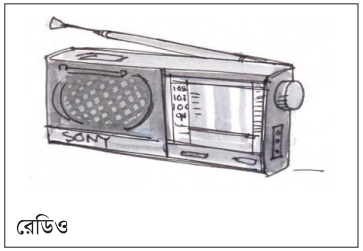

রেডিও

আবহাওয়ার সর্বশেষ সংবাদ জানার জন্য প্রয়োজন হয় ।

প্রাথমিক চিকিৎসা সামগ্রী

ঝড় চলাকালীন সময়ে আশ্রয়কেন্দ্রে আসতে গিয়ে আহত হয়েছে এমন আশ্রয়গ্রহণকারীদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের জন্য প্রয়োজন হয় ।

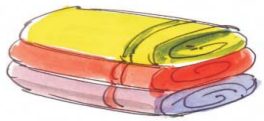

শীতবস্ত্র

বৃষ্টিতে ভিজে আশ্রয় নেয়া শীতার্ত মানুষ বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক ও অসুস্থদের তাৎক্ষনিক সেবাদানে খুবই দরকার হয় ।

হুইল চেয়ার

প্রতিবন্ধীদের স্থানান্তর ও চলাচল নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ।

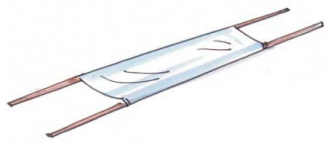

স্ট্রেচার

অসুস্থ রোগীদের স্থানান্তরে খুবই প্রয়োজন হয় ।

অগ্নি নির্বাপক সিলিন্ডার

ঘূর্ণিঝড় চলাকালে আশ্রয়কেন্দ্রের অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ।

কুড়াল ও রশি

ঘূর্ণিঝড় চলাকালে ও পরবর্তীতে আশ্রয়কেন্দ্রে আসার রাস্তায় পড়ে থাকা গাছ বা গাছের ডাল সরিয়ে ফেলার কাজে ব্যবহার করা যায় ।

মেগাফোন

জরুরী নির্দেশনা দানের মাধ্যমে আশ্রয়কেন্দ্রের শৃখলা বজায় রাখতে সহযোগিতা করে ।

টর্চ লাইট

অন্ধকার পরিস্থিতিতে ব্যবস্থাপনার কাজে সহযোগিতা করে ।

শিশু খেলনা

ছোট শিশুদের ভুলিয়ে রাখার জন্য খুবই কাজে দেয় ।

রেজিস্টার খাতা

আশ্রয়গ্রহণকারী পরিবারের তালিকা লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন হয় ।

অধ্যায় ১২
উপসংহার

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলার জন্য আমাদের নতুন করে প্রস্তুত হতে হবে। দারিদ্র্য ও সম্পদের সীমাবদ্ধতা যতই থাকুক না কেন, সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অবশ্যই ঘূর্ণিঝড় ঝুঁকিকে জয় করা যায়। তাই আসুন ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকি কমাতে-

- সবার সক্রিয় অংশগ্রহণে এলাকায় আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করি।
- আশ্রয়কেন্দ্রের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন করি।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার কাজগুলোকে স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত করি।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি বিভাগ, বেসরকারি সংস্থাসমূহ ও ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচী (সিপিপি) এর সহযোগিতা নিই।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম সম্পর্কে ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবগত করি।
- এলাকার জনগণকে আশ্রয়কেন্দ্রের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করি।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দিই।
- ঘূর্ণিঝড় পরবর্তীতে আশ্রয়কেন্দ্র কমিটির কার্যক্রম মূল্যায়ন করি, সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করি, সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে কার্যক্রম গ্রহণ করি এবং প্রয়োজনে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার নতুন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করি এবং বাস্তবায়ন করি।

আসুন এই নির্দেশিকাটির নির্দেশনা মেনে চলি, আশ্রয়কেন্দ্রের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করি এবং ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ক্ষয়ক্ষতি থেকে নিজেদের বাঁচাই।